দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 FEB 1994 পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ডাকসু নির্বাচন আদৌ হবে কি?

আলম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে দেশ ও জাতির আশা-আকাংক্ষার শেষ নেই। বর্তমানে ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের অধিকার, দাবী আদায়ের প্রতিনিধি ডাকসু। দেশের ক্রান্তিকালে সংকটময় মুহূর্তে ডাকসুর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। মর্যাদা, গুরুত্ব এবং কার্যকারিতার বিবেচনায় ডাকসুকে 'মিনি পার্লামেন্ট' বলা হয়ে থাকে।

চার বছর নিষ্ক্রিয় রয়েছে ডাকসু। মাঝেমধ্যে দু'একটা বিবৃতির মাধ্যমে নামসর্বস্ব কার্যক্রমে সীমিত এখন। তাছাড়া ডাকসুর নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সবক'জন বর্তমানে ডাকসুর সাথে সংশ্লিষ্ট নেই। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় ব্যাপৃত হয়েছেন, কেউ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন।

১৯৯০-এর ৮ ফেব্রুয়ারী ডাকসু নির্বাচনের পর '৯১-এ সময়মত তারিখ নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র পেশ করা হয় নির্বাচনের অংশ হিসাবে। কিন্তু আকস্মিক একটি অনাকাংক্ষিত ঘটনায় ডাকসু নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। অবশেষে চার বছর পর ডাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ৯ জানুয়ারী উপাচার্যের সাথে ছাত্র সংগঠনগুলোর আনুষ্ঠানিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী এপ্রিলের প্রথম পক্ষে নির্বাচন হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর ভেতর নির্বাচনকে সামনে রেখে যথেষ্ট সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোন কোন সংগঠন ইতিমধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করেছেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী যারা এতোদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল তারাও উজ্জীবিত হচ্ছে। বিভিন্ন দলের ছাত্রনেতৃবৃন্দ নির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে ভাবছেন।

নাজিম উদ্দিন আলম। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসুর এজিএস। বললেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আমরা নির্বাচন চেয়েছিলাম। নির্ধারিত সময়ে আমরা মনোনয়নপত্র সাবমিট করি। কিন্তু একটি ছাত্র সংগঠন তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে নির্বাচন বানচাল করে দেয়। আলমের মতে এখন ক্যাম্পাসে নির্বাচনের চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের অংশগ্রহণ এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি আশা করেন ডাকসু নির্বাচন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে।

ছাত্রলীগ (ম-ই) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহীম বললেন, বর্তমান ডাকসু অনেক আগেই তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। ডাকসু এখন তোষামোদির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এমন অবস্থায় ডাকসু নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশে সৃষ্টির জন্য আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবী করেছি। বর্তমানে হলগুলোতে সরকারী দলের ছত্রচ্ছায়ায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচনী কর্মকান্ড পরিচালিত হতে পারে না। নির্বাচন সফল করতে হলে দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার এবং সন্ত্রাসীদের দল থেকে বহিস্কার করতে হবে।

ইকবাল

ছাত্রলীগ (বা-কা) সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ-হিল-কাইয়ুমের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণে এতোদিন ডাকসু নির্বাচন হয়নি। বললেন, আমরা চাই যথাসময়ে নির্বাচন হোক। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা ডাকসুতে অংশ নেব।

বেলাল চৌধুরী। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এক প্রশ্নের জবাবে বললেন, অন্য যে কোন নির্বাচনের মতো ডাকসুকেও আন্দোলনের অংশ মনে করি। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে আমরা আমাদের দল ও জোটের অভ্যান্তরে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। যথোপযুক্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমরা দাবী জানাই।

রাগীব আহসান মুন্না। ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি। ডাকসু নির্বাচন হবে কিনা এ ব্যাপারে এখনো তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। যদি নির্বাচন হয় তবে বর্তমান ভিসি সাদা দলের পরাজয়ের প্রেক্ষিতে ছাত্রদলকে বিজয়ী করতে চেষ্টা করবেন। মুন্নার মন্তব্য, আমরা চাই মেধাবী ও রেগুলার ছাত্ররা ডাকসুতে প্রতিনিধিত্ব করবে।

ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক পথিক সাহা। বললেন, নিয়মিত ডাকসু নির্বাচনের দাবীতে আমরা তাগিদ দিয়ে আসছি। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় কর্মসূচীও পালন করেছি। প্রশাসন যদি আন্তরিক হয় তবে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। তার পূর্বে হল ও ক্যাম্পাস সন্ত্রাসী এবং অছাত্র মুক্ত করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নের মুখপাত্র ডাকসু। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ চান সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশের ভেতর দিয়ে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হোক। সে কারণে এ লক্ষ্য সামনে রেখে ইতোমধ্যে কেউ কেউ সক্রিয় হচ্ছেন। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ঐতিহ্য চেতনায় শাণিত হয়ে ডাকসু অব্যাহত গতিতে ক্রিয়াশীল হোক এটা প্রতিটি ছাত্রের প্রাণের দাবী।

❑ আনোয়ার আল-দীন।

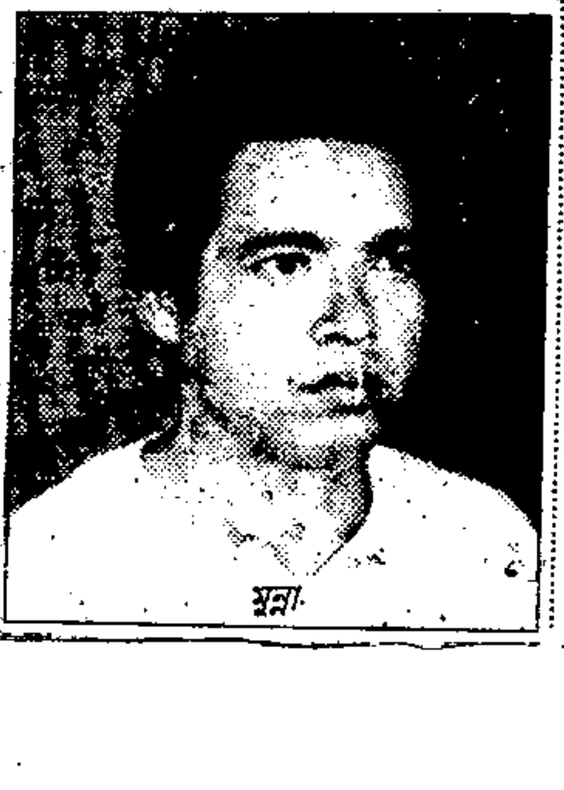

মুন্না

বেলাল

পথিক